বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১৫৬০০/২০২৩

গ্রান্ড ট্রেডিং এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড

------দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ ও অন্যান্য

------ প্রতিপক্ষগণ।

এ্যাডভোকেট জুবায়ের মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব

----- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এডভোকেট চৌধুরী মকিমুদ্দিন কেজে আলী সংগে
এ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান

------৩নং প্রতিপক্ষ পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ মনজুর আলম, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল
সংগে
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শোয়েব মাহমুদ, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোঃ ওবায়দুর রহমান তারেক, সহকারী এটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট মোঃ আবুল হাসান, সহকারী এটর্নী জেনারেল

---------রাষ্ট্রপক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল
এবং
বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

শুনানীর তারিখঃ ০৩.১১.২০২৪ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৪.১১.২০২৪।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারী গ্রান্ড ট্রেডিং এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানো পূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ-

> *"Let a Rule Nisi be issued calling upon respondents to show as to why the Order No. 07 dated 15.05.2023 passed by the Judge, Artha Rin Adalat, Chattogram in Artha Rin Suit No. 852 of 2022 rejecting the application of the petitioners to allow them contest in the suit by accepting the Written Statement upon withdrawal from the step of ex-parte hearing is of no legal effect and ultra vires, to Articles 27, 31 and 44 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh and as to why the judgment and order of ex-parte decree, dated 18.05.2023 passed by the Judge,*

Artha Rin Adalat, Chattogram in Artha Rin Suit No. 852 of 2022 (Annexure-E and E-1) being arbitrary, malafide and without following the due process of law shall not be declared to have been passed without any lawful authority and to be of no legal effect.

Pending hearing of the Rule, let all further proceedings of the Order No. 07dated 15.05.2023 and the judgment and order of ex-parte decree dated 18.05.2023 be stayed for a period of 03 (three) months from date.

The Rule is made returnable within 2 (two) weeks from date.

The petitioners are directed to put in requisites for service of notices upon the respondents in the usual course and through registered post."

অত্র রুলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

বিজ্ঞ অর্থঋণ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক অর্থঋণ মামলা নং ৮৫২/২০২২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৫.০৫.২৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র রীট পিটিশন।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জুবায়ের মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব অত্র রীট পিটিশন দরখাস্ত উপস্থাপন পূর্বক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক প্রদান করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান প্রতিপক্ষ পক্ষে জবাব উপস্থাপন পূর্বক যুক্তিতর্ক প্রদান করেন।

অত্র রীট পিটিশন এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি এবং প্রতিপক্ষ পক্ষের হলফান্তে জবাব পর্যালোচনা করা হলো। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এডভোকেট দ্বয়ের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ন বিধায় বিজ্ঞ অর্থঋণ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৫.০৫.২০২৩ তারিখে প্রদত্ত ৮৫২/২০২২-এ প্রদত্ত ০৭নং আদেশটি অবিকল অনুলেখন হলো।

"অদ্য একতরফা শুনানী ও ১/২ বিবাদী পক্ষের জবাব দাখিলের জন্য সময়ের দরখাস্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দিয়েছেন। ১/২নং বিবাদী পক্ষ একতরফা থেকে প্রত্যাহার পূর্বক লিখিত বর্ণনা দাখিল করে তা গ্রহণের প্রার্থনা করেছেন।

১/২নং বিবাদী পক্ষে একতরফা থেকে প্রত্যাহার করার দরখাস্ত শুনানীর জন্য নেয়া হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনলাম। আবেদনের সপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন এই মামলার কোন সমন নোটিশ বিবাদীগণ পান নাই। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে বিবাদীগণ মামলা প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য ওকালতনামা সহ হাজির হয়েছেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন ০৫/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখে কেন দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর আদেশ হওয়ার পরপরই ৪নং বিবাদী দেশত্যাগে করেছেন বলে জানা যায়। ১/২নং বিবাদী ১৫/০৩/ ২০২৩খ্রিঃ তারিখে দৈনিক আজাদী পত্রিকায় প্রকাশিত সমন নোটিশের মাধ্যমে মামলা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। ১৫/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখে মামলায় দাবিকৃত ঋণের অংক বকেয়া দায় হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে ঋণ পুনঃ তপশীলের জন্য বাদী ব্যাংক বরাবরে আবেদন দাখিল করেন। উক্ত আবেদনে ২নং বিবাদী অত্র মামলায় বাদীর দাবীকৃত ১৭৫.২৮কোটি টাকাকে পুনঃ তফশিলযোগ্য দায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দায়দেনা স্বীকার করলেও পুনঃতফশীলের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার মোতাবেক কোন ডাউন পেমেন্ট জমা প্রদান করেননি। আইনের মারপ্যাঁচে স্বীকৃত দায় পরিশোধ বিলম্বিত করার অপপ্রয়াসে আদালতের পূর্বের আদেশ পরিপালন না করে অদ্য একতরফা থেকে প্রত্যাহারের

আবেদন করেছেন। বিআরপিডি সার্কুলার মোতাবেক পুনঃতফশিল আবেদনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট প্রদান করলে বিবাদীগণ ঋণ পরিশোধের জন্য ১০ বছর সময় পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাহার উক্ত দরখাস্ত থেকে প্রমাণিত হয় তিনি ১৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখেই অত্র অর্থঋণ মামলা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এরপর ২টি ধার্য তারিখে আদালতে উপস্থিত না হয়ে অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য হওয়ার পর হাজির হয়েছেন। দরখাস্তে অসত্য তথ্য উপস্হাপন করায় বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী একতরফা থেকে প্রত্যাহারের আবেদন না মঞ্জুর করার দাবি জানান।

দরখাস্ত সহ নথি পর্যালোচনা করলাম। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদী পক্ষের আবেদনক্রমে ০৫/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখে ২-৪নং বিবাদীকে তাদের বিরুদ্ধে কেন দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হবে না। তার কারণ দর্শানোর জন্য ২০/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখে পাসপোর্ট সহ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ২০/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ আদালতে উপস্থিত হননি। ০৬/০৪/২০২৩খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণের উপস্হিতির জন্য ধার্য থাকলেও তারা আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় ০৭/০৫/ ২০২৩খ্রিঃ তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়। ০৭/০৫/২০১৩খ্রিঃ তারিখে ১/২নং বিবাদী ওকালতনামা সহ হাজির হয়ে জবাব দাখিলের জন্য সময়ের আবেদন করেন। অদ্য এজলাস কক্ষে উপস্থিত ২নং বিবাদী মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং তার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করেছেন ১৫/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখে বাদী ব্যাংক বরাবর অত্র মামলার নালিশী ঋণ পুনঃ তপশীল পূর্বক পরিশোধের জন্য তিনি দরখাস্ত দাখিল করেছেন। বিবাদীর উক্ত দরখাস্তে স্যুট ভেলু সহ এই অর্থঋণ মামলার রেফারেন্স থাকায় ***প্রমাণিত হয় ২নং বিবাদী ১৫/০৩/২০২৩খ্রিঃ তারিখে এই মামলা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও পরবর্তী ২টি ধার্য তারিখে আদালতে উপস্হিত হননি। মামলা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্পর্কে দরখাস্তে অসত্য তথ্য দিয়েছেন। ৩নং আদেশ মোতাবেক পাসপোর্ট দাখিল করেননি। ৩নং আদেশ পরিপালন না করায় এবং দরখাস্তে মামলা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বিষয়ে অসত্য বক্তব্য উপস্হাপন করায় ১/২নং বিবাদীর দরখাস্ত না মঞ্জুর করা হল।*** *অদ্য একতরফা শুনানীর জন্য নথি গ্রহণ করা হইল। বাদী পক্ষে সাক্ষী পি, ডব্লিউ-১ মোহাম্মদ আলম এর একতরফা জবানবন্দী গৃহীত হইল। বাদী পক্ষের দাখিলকৃত প্রদর্শনী-(১-১৪) সিরিজ হিসেবে প্রদর্শনী চিহ্নিত করা হইল। পরবর্তী তারিখ ১৮/০৫/২০১৩ খ্রিঃ একতরফা আদেশ প্রচারের জন্য*

আমার কথামত লিখিত।

স্বা/-অস্পষ্ট
মুজাহিদুর রহমান
(মুজাহিদুর রহমান)
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত, চট্টগ্রাম।

স্বা/-অস্পষ্ট
মুজাহিদুর রহমান
(মুজাহিদুর রহমান)
জজ (যুগ্ম জেলা জজ)
অর্থঋণ আদালত, চট্টগ্রাম।

গুরুত্বপূর্ন বিধায় ০৩নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক হলফান্তে জবাব এর প্যারা ১-১৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"1. That I am the authorized person of the respondent No. 3 of the above writ petition and am fully conversant with the facts and circumstances of the case and hence to depose to the same and swear this affidavit.

2. That it is stated that the respondent No. 3 namely national Bank Limited is a public limited company carrying on its banking businesses being licensed under the Bank Companies Act, 1991, herein represented by Branch Manager. That Mr. Md. Abul Khayer, son of Mr. Md. Younus Ali Biswash and Late Khaleda Khatun, Senior Principal Officer of the Bank has been authorized and empowered by the respondent No. 3 to sign on the Petition, application, depose, swearing affidavit and other necessary works in connection with the instant writ petition. Copy of the authorization letter is annexed herewith and marked as ANNEXURE-"I".

3. That the Writ Petitioner filed the above mentioned Writ Petition before the Hon'ble High Court Division challenging the Order No. 07 dated 15.05.2023 passed by the learned Judge, Artha Rin Adalat, Chattogram in Artah Rin Suit No. 852 of 2022, rejecting the application of the petitioners to allow them contest in the suit by accepting the written statement upon withdrawal from the step of ex-parte hearing is of no legal effect and ultra vires, to Article 27, 31, and 44 of the Constitution; and also challenged the Judgment and decree dated 18.05.2023 passed by the learned Artha Rin Adalat, Chattogram in Artah Rin Suit No. 852 of 2022 being arbitrary, malafide and without following the due process of law (Annexure-E and E-1).

4. That on 13.12.2023 the writ petition was heard and after hearing, a Division bench of the Hon'ble High Court Division was pleased to issue a Rule Nisi on the matter stated above and also pleased to stay the said order and the ex-parte judgment and decree.

5. That I have gone through the aforesaid writ petition filed by the petitioners and identified with the inside thereof. I have been advised to controvert only those statements which are appropriate for the purpose of disposal of the said petition.

6. That the statements made in paragraph No. 1 to 19 in relation to the status of the petitioner, the address of the parties

and facts in connection with the case and loan are matter of facts and record and as such call for no comments. In this regard it is stated that the petitioner knowing the Artha Rin proceedings and having previous knowledge and receiving the Summons intentionally did not appear before the learned court. He appeared when a date was fixed for ex-partee judgment which shows that the petitioner with malafide intention only to make the case and payment delay appeared on the very date of ex- parte judgment and decree.

7. That the statements, submissions as well as the grounds of the writ petition made by the petitioners are vague, unspecific and based on no sound principles of law and as such denied by the respondent No. 9. Basically the petitioner filed the writ petition only to make the payment delay while he did not deny the loan. Therefore the instant Rule is liable to be discharged.

8. That save and except hereinafter expressly admitted each and every allegations contains in the writ petition are specifically denied as if the same hereinafter set out at length seriatim and individually traversed.

9. That in regard to the averments made in the writ petition it is respectfully submitted that the petitioner took loan from the respondent bank with condition inter alia that he will pay the same with interest but till now did not pay the same. Consequently, the respondent bank filed Artha Rin suit but the petitioner in spite of having knowledge did not appear in time and the learned court by the impugned impugned order rightly observed that on 05.0.2023 the learned court issued show cause notice upon the defendants including the petitioner as to why they should not be debarred from going abroad and directed to appear before court on 20.03.2023 and after the order of the learned court the defendant No. 4 who is beneficiary of the loan leave the country. Thereafter, the learned court in due course passed the decree and as such there is no illegality or irregularity in passing the impugned order.

10. That it is submitted that the petitioner has challenged the order No. 07 dated 15.05.2023 and after order passed ex-partee judgment and decree and thus the said order has decome infructuous and as such the Rule is liable to be discharged.

11. That it is submitted that under the provision of Artha Rin Adalat Ain, 2003 there is two remedy available for the petitioner, one is to set aside the ex-partee judgment and decree

and another is to prefer appeal but in spite of having alternative remedy the petitioner has filed this writ petition challenging the judgment and decree of the learned Artha Rin Adalat and it has been settled by our Apex court both High Court Division and Appellate Division that writ against the judgment and decree of the Artha Rin Adalat is not maintainable and on such point of view the Rule is liable to be discharged.

12. That it is further respectfully submitted that as the instant writ petitioners have got no prima facie case and the writ petition has got no merit, therefore, the Rule of the instant writ petition is liable to be discharged.

13. That it is submitted that the instant writ petition is not maintainable in its form and nature and hence the instant Rule is liable to be discharged."

স্বীকৃত মতেই অত্র দরখাস্তকারী আদালতের সম্মুখে অসত্য/মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন। এছাড়াও আদালতের নির্দেশ প্রতিপালন করেন নাই।

যেহেতু দরখাস্তকারী আদালতের সাথে প্রতারণা করেছেন এবং আদালতে অপরিচ্ছন্ন হাতে এসেছেন সেহেতু অত্র মোকদ্দমাটি দৃষ্টান্তমূলক জরিমানা প্রদানসহ খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, রুলটি ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করত: খারিজ করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হউক।

বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম

আমি একমত।